উপদেষ্টা
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডাঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ূন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
ডঃ আতিক রহমান

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, হি, এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

শিল্প নির্দেশনা
আহসান হাবীব

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ আবদুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
• এম, আর সিদ্দিকি • শা, সা,
• শেখ, এ, সাত্তার • বাদল হক
• আসিফ মাহমুদ • মোস্তাফা আনোয়ার
• এইচ এস ফিরোজ • মাসুদ • সমর মিত্র
• লীনা ইমাম • রেহানা আখতার
• লোকমান হোসেন • মাইনুল ইসলাম

বিদেশ প্রতিনিধি
ডাঃ মুহাম্মদ তাহের ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
ডাঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অস্ট্রেলিয়া
হাফিজুর রশিদ - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটার লাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণ :
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

দাম প্রতি সংখ্যা দশ টাকা
বার্ষিক সডাক এক শত টাকা
ষান্মাসিক সডাক ষাট টাকা

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
অক্টোবর ১৯৯১

কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসুন

গত এক দশকে তথ্য প্রযুক্তির যে বিপ্লব ঘটেছে তাতে সারা পৃথিবীব্যাপী তৈরী হয়েছে কোটি কোটি ডলারের ডাটা এন্ট্রির বাজার। দুর্ভাগ্য এখনো এ বাজারে প্রবেশ ঘটেনি আমাদের। অথচ এমন কোন জটিল ব্যাপার ছিল না আমাদের পক্ষে এই বাজারে প্রবেশের সুযোগ করা। আমরা নিশ্চিত এর ধনাত্মক প্রভাবে প্রভাবিত হত আমাদের দুর্বল অর্থনীতি।

গত কিছুদিন যাবৎ নানা সভা সমিতিতে, সিম্পোজিয়ামে, পত্রিকায় বিশেষজ্ঞদের মুখে বা কলমে উচ্চারিত হচ্ছে –"বাঙলাদেশের উচিত অবিলম্বে বিশ্বব্যাপী ডাটা–এন্ট্রির বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা"। এর আগে আমাদের পত্রিকাতে আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি – দেশে দ্রুত কমপিউটারায়ন ঘটলে আমরাও পারবো দ্রুত ডাটা এন্ট্রির বাজারের গ্রাহকদের আমাদের সার্ভিসে আকৃষ্ট করতে। পুনরায় বলি, দুভার্গ্য আমাদের। এসমস্ত উচ্চারণ উচ্চারণেই নিঃশেষিত হচ্ছে। কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে দিশা নিয়ে এগিয়ে আসছেন না কোন কর্তৃপক্ষ। আমাদের বিবেচনায় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়।

ডাটা–এন্ট্রির বাজারের এই অবস্থা হয়তো চিরকালের জন্যে থাকবে না। ইতিমধ্যেই এর সুফল নিতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছে ফিলিপাইন, ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের আরো অনেক দেশ। তাদের সঙ্গে আমাদের অবতীর্ণ হতে হবে প্রতিযোগীতায়। যা করবার তা করতে হবে অনতিবিলম্বে।

আমরা মনে করি আমাদের এতদিন পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ দিক–নির্দেশনা ও উপযুক্ত নীতিমালার অভাব। এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে আমাদের চাইবার আছে অনেক কিছু। এতদিন বঞ্চিত হয়েছি আমরা। তার কারণও আছে – স্বৈরশাসনে জাতীয় স্বার্থ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তবে এখন অন্য সময়। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের সরকার অবশ্যই বড় করে দেখবেন জনস্বার্থ। এই ডাটা–এন্ট্রি সার্ভিস যদি পূর্ণ বিকশিত হয় আমাদের দেশে, বর্তমান গার্মেন্টস কারখানাগুলো যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে তার থেকে অনেক বেশী আয় করবে এই সার্ভিস। দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে এই ডাটা–এন্ট্রি সার্ভিস।

আমরা চাইবো সরকার অনতিবিলম্বে ডাটা–এন্ট্রি সার্ভিসের জন্যে যে অবকাঠামো দরকার তা তৈরী করুন। তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্যে আন্তর্জাতিক মানের টেলি–কমিউনিকেশন লাইন দরকার। পুরো দেশের জন্যেই দরকার। কিন্তু আমরা জানি এমুহূর্তেই তা সম্ভব নয়। তবে রাজধানীর আশে পাশে ছোট ছোট ডাটা প্রসেসিং পল্লী তৈরী করা সম্ভব। এখানে থাকবে উন্নত টেলি–কমিউনিকেশন এবং সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। বাঙলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল পারতেন এধরনের একটি প্রজেক্ট অনেক আগেই হাতে নিতে। আমরা জানি না তাদের পরিকল্পনায় এমন কিছু আছে কিনা। তা না থাকলে না থাকার কারণ কি সেটি আমাদের বোধগম্য নয়। এর পরে যা দরকার তা হলো সরকারী পর্যায়ে উন্নত বিশ্বের গ্রাহকদের আমাদের ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস গ্রহণ করার জন্য বিশেষ প্রচার ব্যবস্থায় আয়োজন করা। এর সাথে সাথে দেশের এন্টারপ্রেনাদের কেও বাইরের মার্কেটের এবং আমাদের প্রতিবেশীদের তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

সুস্পষ্ট সরকারী নীতিমালা ও দিক নির্দেশনার অভাব এন্টারপ্রেনারদের নিরুৎসাহিত করেছে। আমাদের পত্রিকার জন্য প্রতিবেদন তৈরি করতে যেয়ে প্রতিবেদক গণ দেখেছেন দেশে এরই মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গোপনে লক্ষ লক্ষ ডলারের ক্ষুদ্র আয়তনের (volume) ডাটা–এন্ট্রির কাজ করছেন। তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে যেয়ে তারা বলেন যে, এদেশে সুস্পষ্ট নীতিমালার অনুপস্থিতির জন্যে ডাটা–এন্ট্রির কাজে পদে পদে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন ব্যাঙ্কে সরকারী ডাটা এন্ট্রির কাজের জন্যে এল. সি. খুলতে গেলে কি করে তা করতে হবে সেসম্পর্কে পরিষ্কার কোন নীতিমালা নেই। এন্ট্রির জন্যে গ্রাহক যে ডাটা পাঠান কাগজ ভর্তি করে, সেগুলো কাস্টমস চেকিং করিয়ে বের করে আনতে ঝামেলা তৈরী হয়। অবিলম্বে এ সমস্ত ব্যাপারে পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দরকার। আরো দরকার সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এব্যাপারে শিক্ষিত করে তোলা। নীতিমালা প্রণয়ন এবং এই শিক্ষিত করণের ব্যাপারে বাঙলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের মিলিত উদ্যোগ এবং ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমরা সরকারের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি। ♦